যুগান্তর

তারিখ .... 5 OCT 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৬ ...

দিবস

আজ 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস'। জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কো ঘোষিত ও আইএলও অনুমোদিত এ দিনটির এবারের প্রতিপাদ্য : 'ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য এখনই শিক্ষকদের জন্য বিনিয়োগ'! ১৯৯৪ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনে তৎকালীন মহাপরিচালক ফেডেরিকো মেয়রের প্রস্তাবক্রমে, ১৯৬৬ সালে ইউনেস্কোর উদ্যোগে প্যারিসে ৫ অক্টোবর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারগুলোর সভায় শিক্ষকদের অধিকার, মর্যাদা ও করণীয় সম্পর্কে গৃহীত ও পরবর্তীকালে আইএলও কর্তৃক অনুমোদিত সুপারিশগুলো চিরস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে ৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে ১৯৬৬ সালের ওইসব সুপারিশের মধ্যে নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক, চারুকলাসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠদানকারী সব সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকদের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হলেও উচ্চতর শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকায় ১৯৯৭ সালের ১৫ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর এক বিশেষ অধিবেশনে উচ্চতর শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশ যুক্ত করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, ১৯৯৬ ও ৯৭ সালে গৃহীত উভয় সুপারিশমালাই 'শিক্ষকদের মর্যাদা সনদ' হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বিশ্বব্যাপী সর্বস্তরের শিক্ষকরা ওই সনদের স্মারক দিবস হিসেবে ৫ অক্টোবর প্রতি বছর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালন করবেন। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ৬ কোটি শিক্ষক বর্তমানে দিবসটি পালন করছেন।

কাজী ফারুক আহমেদ

বিশ্ব শিক্ষক দিবসের ভাবনা

শিক্ষকদের মর্যাদা : শিক্ষকদের 'মর্যাদা সনদ' হিসেবে ইউনেস্কো-আইএলও সুপারিশকৃত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে : ১. 'সামগ্রিক জনস্বার্থে যেহেতু শিক্ষা... সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেহেতু শিক্ষাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করতে হবে...। 'যেহেতু শিক্ষা... অর্থনৈতিক উন্নতির অপরিহার্য উপাদান, সেহেতু শিক্ষা পরিকল্পনা সমগ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।' (দশম ধারা)। ২. 'কোন একতরফা সিদ্ধান্ত দ্বারা শিক্ষকদের পেশা জীবন ও অবস্থান যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। পেশাগত অসদাচরণের জন্য কোন শিক্ষকের ক্ষেত্রে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হলে অসদাচরণের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নিশ্চিত করতে হবে।' (৪৭ ধারা)। ৩. 'কারও সম্বন্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় স্থিরকৃত হলে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।' (৪৯ ধারা) ৪. 'পেশাগত দায়িত্ব পালনে শিক্ষকদের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা থাকতে হবে..।' (৬১ ধারা)। ৫. 'শিক্ষকরা এবং সংগঠনসমূহ যৌথভাবে নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন...' (৬২ ধারা)। ৬. 'একজন শিক্ষকের প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে ক'ঘণ্টা কাজ করা প্রয়োজন তা শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হওয়া উচিত।' শিক্ষকদের বেতন এমন হওয়া উচিত যা সমাজে শিক্ষকতা পেশার গুরুত্ব ও মর্যাদাকে তুলে ধরে। (৮৯ ধারা)।

প্রস্তাবিত ২০০৯-এর শিক্ষানীতিতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : ১. 'সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণার্থে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সমান সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে সরকারের আর্থিক পরিস্থিতি এবং শিক্ষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতার আলোকে মূল বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সরকার থেকে প্রদান করা হবে এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুপাত পদ্ধতি বাতিল করে জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সব পর্যায়ে পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে চিকিৎসা ব্যয়, অকালমৃত্যুতে পরিবারকে এককালীন সাহায্য করা, পেনশন, অবসরকালীন এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।' ২. 'শিক্ষা প্রশাসনে সচিব পর্যন্ত সবস্তরে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।' ৩. 'প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মচারীর (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী) সংখ্যা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং তাদের কাজের পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারণ করতে হবে। কর্মচারীদের চাকরির নিয়মাবলী তৈরি করে তা বিধিবদ্ধ করতে হবে এবং যারা চাকরিতে আছেন তাদের তা অবগত করতে হবে। আর যারা পরে কাজে যোগদান করবেন তাদের নিয়োগপত্রের সঙ্গে নিয়মাবলী লিখিতভাবে জানাতে হবে। তাদের বেতন কাঠামো যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।' ৪. 'সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অন্যদের মতো অর্জিত ছুটির ব্যবস্থা থাকবে।' ৫. 'প্রস্তাবিত বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন ও উন্নয়ন কমিশন (অধ্যায়-২) প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করবে। এ কমিশনের দায়িত্ব হবে সব পর্যায়ের শিক্ষকদের নির্বাচন, তাদের পেশাগত উন্নয়ন এবং শিক্ষক-শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সব প্রতিষ্ঠানের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও মানোন্নয়ন।' ৬. 'শিক্ষক সংগঠনগুলো তাদের কর্মকাণ্ড শুধু পেশাগত দাবি আদায়ের মধ্যে নিয়োজিত না রেখে শিক্ষকদের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।'

আগামীদিনে বাংলাদেশের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা যে ২০০৯-এর প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে উল্লিখিত তাদের এসব কাঙ্ক্ষিত চাওয়াগুলোকে পাওয়ায় রূপান্তরে ভূমিকা পালন করবেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কারণ মানুষ যখন তার স্বার্থ কি, অধিকার কি, কার কাছ থেকে কতটুকু পাওয়া যাবে, তা বুঝে ফেলে তখন কেউ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। সে নিজেই অধিকার আদায়ের সঠিক পথটি নির্ভুলভাবে বেছে নেয়। প্রচার অথবা অপপ্রচার দুটোই তখন নিরর্থক হয়ে পড়ে। 'ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য এখনই শিক্ষকদের জন্য বিনিয়োগ' আন্তর্জাতিক শিক্ষক সম্প্রদায় যখন আজকে এবং জাতীয়ভাবে নির্ধারিত বিভিন্ন দিনে এ ধ্বনিতে উচ্চকিত, তখন বাংলাদেশের পাঁচ লাখ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অতীতের নির্দয় বঞ্চনা ও বর্তমানে দিন বদলের অঙ্গীকারের দোলাচলে নানা প্রত্যাশায় উজ্জীবিত হয়ে ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবসের কর্মসূচি পালন করছেন। অতীতের যে সীমাহীন নির্মম-নিপীড়ন আজও তাদের স্মৃতি তাড়িত করে, সে দুঃশাসনের বিভীষিকা বর্তমানে অনুপস্থিত সত্য। কিন্তু আর্থিক ও পেশাগত বঞ্চনাগুলোর অবসান না হওয়ায় তাদের এখনও অশেষ ধৈর্য নিয়ে আশায় বুক বেঁধে থাকতে হচ্ছে। কারণ আশাই তো জীবন। শিক্ষার্থীর কাছে জীবনের এই সত্য সব দরদ ও ভালোবাসা দিয়ে শিক্ষকই তো তুলে ধরেন!

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ : *জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়ক*
principalqfahmed@yahoo.com.